বাধানিষেধ ছাড়া হাসপাতালের আদেশে হাসপাতালে ভর্তি করা

(মেন্টাল হেলথ্ অ্যাক্ট 1983 এর ধারা 37)

1. রুগীর নাম	
2. আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম (আপনার "রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান")	
3. হাসপাতাল এবং ওয়ার্ডের নাম	
4. আপনার হাসপাতালের আদেশের তারিখ	

আমি হাসপাতালে কেন আছি?

কোর্টের আদেশানুসার আপনাকে এই হাসপাতালে রাখা হয়েছে। কোর্টের মতে মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্ট 1983-এর ধারা 37-এর অধীন আপনাকে এখানে রাখা যায়।

একে হাসপাতালের আদেশ অর্থাৎ "হসপিটাল অর্ডার" বলা হয়। অর্থাৎ দুজন ডাক্তার কোর্টকে বলেছে যে তাদের মনে হয় আপনার মানসিক ব্যধি আছে এবং আপনার হাসপাতালে থাকা দরকার।

আমি কতদিন এখানে থাকব?

প্রথমে ছয় মাস পর্যন্ত আপনাকে এখানে রাখা হবে, যাতে আপনার প্রয়োজনমত চিকিৎসা করা যায়।

এই সময়ে আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান (responsible clinician)) যতক্ষণ না আপনাকে অনুমতি দেবেন, আপনি এখান থেকে যাবেন না। আপনি যাওয়ার চেষ্টা করলে, কর্মচারীরা আপনাকে বাধা দিতে পারে, এবং যদি আপনি চলে যান, আপনাকে ফেরত নিয়ে আসা যায়।

এর পর কি হবে?

আপনি যখন হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান আপনাকে জানিয়ে দেবেন। যদি আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ানের মনে হয় আপনার ছয় মাসের বেশী সময় যাবৎ হাসপাতালে থাকতে হবে তাহলে তারা আপনার হাসপাতালবাস পুনর্নবীকরণ করতে পারেন এবং একবারে আরো ছয়মাস, এবং তার পর এক বছর পর্যন্ত সেই মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রতিটি নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি কি আপীল করতে পারি ?

হ্যাঁ। আপনি কোর্টকে আপনার কেস বিচার করে দেখতে বলতে পারেন। যদি তা করতে চান শীঘ্র করবেন এবং এ ব্যাপারে একজন অধিবক্তার সাহায্য চেয়ে নেওয়া ভালো হবে। এ ব্যাপারে হাসপাতালের কর্মীর সঙ্গে কথা বলুন এবং তারা আপনাকে আরেকটা পত্রিকা দিতে পারে।

আপনি হসপিটাল ম্যানেজার্সের কাছেও হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি চাইতে পারেন। যে কোনো সময় আপনি এটা করতে পারেন। হাসপাতালের ভেতর গঠিত এক বিশেষ সমিতি এই হাসপিটাল ম্যানেজার্স (Hospital Managers), লোকেদের হাসপাতালে রাখতে হবে কি না তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। আপনাকে ছুটি দেওয়া হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হসপিটাল ম্যানেজার্স হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। আপনি এটা করতে চাইলে তাদের এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন ঃ

কিংবা হসপিটাল ম্যানেজার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

ছয় মাস যাবৎ আপনার হসপিটাল অর্ডার চলার পর, আপনি এবং আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় উভয়ই ট্রাইবিউনালের মাধ্যমে বলাতে পারেন যে আপনাকে হাসপাতালে রাখতে হবে না। এই ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় কে তা এই পত্রিকায় পরে সবিস্তারে জানানো হয়েছে।

ট্রাইবিউনাল কি এবং কি হয় ?

ট্রাইবিউনাল এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ, আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া উচিত কি না তা এই সঙ্ঘ নির্ণয় নিতে পারে। এরা আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে মিটিং করবে। এই মিটিং-কে "হিয়ারিং" অর্থাৎ শুনানি বলা হয়। আপনি চাইলে অন্য কাউকে এই হিয়ারিং-এ আপনাকে সাহায্য করার জন্য আসতে বলতে পারেন। হিয়ারিং-এর আগে ট্রাইবিউনালের সদস্যরা আপনার এবং আপনার পরিচর্যার বিষয়ে হাসপাতালের রিপোর্ট পড়বেন। এছাড়া ট্রাইবিউনালের একজন সদস্য আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি কখন ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারি ?

ছয় মাস যাবৎ হসপিটাল অর্ডার বলবৎ থাকার পর আপনি এবং আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় পরবর্তী ছয় মাসে একবার ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারেন। এর পর যতদিন আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে ততদিন, বছরে একবার আপনারা দুজন আপীল করতে পারেন।

আপনি ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে চাইলে এখানে চিঠি লিখতে পারেন ঃ

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN টেলি ঃ 0845 2232022

আপনি আপনার পক্ষ থেকে ট্রাইবিউনালের কাছে চিঠি লেখা এবং হিয়ারিং-এ সাহায্যের জন্য একজন সলিসিটার (solicitor) অর্থাৎ আইনী অধিবক্তার সহায়তা নিতে পারেন। হাসপাতাল এবং ল সোসাইটির কাছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধিবক্তাদের তালিকা আছে। এই সলিসিটারের সহায়তার জন্য আপনাকে দাম দিতে হবে না। লিগ্যাল এড স্কিমে (Legal Aid scheme) এটা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

আমার কি চিকিৎসা করা হবে?

আপনার মানসিক ব্যধির জন্য যা চিকিৎসা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপনার তাদের পরামর্শ শুনতে হবে।

তিন মাস পরে, আপনার মানসিক ব্যাধির জন্য আপনাকে যে ওষুধ দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ নিয়ম থাকে। আপনি যদি ওষুধ নিতে না চান বা আপনি সেসব ওষুধ নিতে চান কি না তা যদি আপনার অসুস্থতার ফলে আপনার পক্ষে জানানো সম্ভব না হয়, তাহলে আপনার সঙ্গে একজন ডাক্তার দেখা করবেন যিনি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত না। এই স্বতন্ত্র ডাক্তার আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আপনাকে কি ওষুধ দেওয়া যায় তা এই স্বতন্ত্র ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার সঙ্কটাবস্থা না হলে, শুধুমাত্র ঐ ওষুধগুলিই আপনার সম্মতি ছাড়া দেওয়া যায়।

এই স্বতন্ত্র ডাক্তারকে SOAD (সেকেন্ড ওপিনিয়ন অ্যাপয়েন্টেড ডাক্তার) বলা হয় এবং এক স্বাধীন কমিশন এই ডাক্তারকে নিযুক্ত করে, এই কমিশনে মেন্টাল হেলথ্ অ্যাক্ট প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কয়েকটা বিশেষ চিকিৎসা, যেমন ইলেকট্রো-কনভালসিভ থেরাপির (ECT) জন্য পৃথক নিয়মকানুন আছে। যদি কর্মচারীর মনে হয় যে আপনার এরকম বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন তাহলে আপনাকে নিয়মগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনাকে আরেকটি পত্রিকা দেওয়া হবে।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে জানানো

মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্টের মতে যে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, তাকে এই পত্রিকার একটি কপি দেওয়া হবে।

মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্টে একটি নামের তালিকা আছে যাদের আপনার আত্মীয় হিসাবে গণ্য করা হবে। সাধারণত ঐ তালিকায় যার নাম সবার ওপরে থাকবে সে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হবে। হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে একটি পত্রিকা দিতে পারে যাতে এর ব্যাখ্যা থাকবে এবং আপনার চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপারে আপনার নিকটতম আত্মীয়র যা যা অধিকার আছে সেসবের উল্লেখ থাকবে।

আপনার কেসে, আমাদের বলা হয়েছে যে আপনার নিকটতম আত্মীয় ঃ

আপনি যদি এই পত্রিকার একটি কপি তাকে দিতে না চান, তাহলে আপনার নার্স বা কর্মীদলের অন্য কোনো সদস্যকে জানিয়ে দেবেন।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বদলানো

যদি আপনার মনে হয় ঐ ব্যক্তি আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হওয়ার উপযুক্ত না, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হিসাবে গণ্য করার জন্য কাউন্টি কোর্টের (County Court) কাছে আবেদন করতে পারেন। এর ব্যাখ্যাসহ একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আপনার চিঠিপত্র

আপনি হাসপাতালে থাকাকালীন আপনার নামে যেসব চিঠিপত্র পাঠানো হবে সেসব আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি যাকে ইচ্ছা চিঠিপত্র পাঠাতে পারেন, তবে যদি কেউ বলে যে সে আপনার চিঠি পেতে চায় না তাকে আপনার লেখা চিঠি পাঠানো হবে না। হাসপাতালের কর্মচারী এদের জন্য লেখা চিঠি আটকে রাখতে পারে।

আচরণ সংহিতা

একটি আচরণ সংহিতা আছে যা হাসপাতালের কর্মীদের মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আচরণের বিষয়ে পরামর্শ দেয়। আপনার পরিচর্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোডে কি বলা হয়েছে তা কর্মীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপনি চাইলে, কোডের একটা কপি চেয়ে নিতে পারেন।

আমি কিভাবে নালিশ করব?

হাসপাতালে আপনার যত্ন পরিচর্যার বিষয়ে যদি নালিশ করতে চান, তাহলে কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলুন। তারা হয়ত সমাধান খুঁজে দিতে পারবে। এছাড়া তারা আপনাকে হাসপাতালের নালিশ প্রণালীর বিষয়েও তথ্য জানাতে পারে, আপনি এই প্রণালী ব্যবহার করে স্থানীয় স্তরে মীমাংসা করে আপনার নালিশের সমাধান করে নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য যারা নালিশ করায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে তাদের ব্যাপারেও তারা জানাতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় হাসপাতালের নালিশ প্রণালী আপনাকে সাহায্য করতে পারছে না তাহলে আপনি একটি স্বতন্ত্র কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট যেভাবে ব্যবহার করা হয় সে ব্যাপারে কমিশন বিশেষ লক্ষ্য রাখে, যাতে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে থাকাকালীন রুগীর যথাযথ যত্নপরিচর্যা হয়। কিভাবে এই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় তার ব্যাখ্যাসমেত একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আরো সাহায্য এবং তথ্য

আপনার যত্ন পরিচর্যা এবং চিকিৎসার বিষয়ে যদি আপনি কিছু বুঝতে না পারেন, কর্মীদলের একজন সদস্য আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এই পত্রিকার কোনো বিষয় যদি আপনি বুঝতে না পারেন কিংবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যার উত্তর এই পত্রিকায় নেই তাহলে কর্মীদলের সদস্যের কাছ থেকে তা বুঝে নেবেন।

আপনি যদি অন্য কারুর জন্য এই পত্রিকার কপি চান, তাহলে চেয়ে নেবেন।